সুখ

কামিনী রায়

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও;
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ,
সুখ, সুখ করি কেঁদো না আর;
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার!

সকলের মুখ হাসিভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়ন-ধার?
পরহিত ব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার?

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে;
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

পাঠ-সহায়ক

কবি পরিচিতি : জন্ম : ১২ অক্টোবর, ১৮৬৪ সাল; মৃত্যু : ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ সাল। জন্মস্থান : বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বাসন্ডা গ্রাম। পিতা : প্রখ্যাত সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ সেন। স্বামী : কেদারনাথ রায়। কামিনী রায় ভারতের প্রথম মহিলা অনার্স গ্র্যাজুয়েট। ১৮৮৬ সালে বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন বেথুন কলেজেরই শিক্ষয়িত্রী। অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ ও দীর্ঘ কবিতা রচনা করে বাংলার বিশিষ্ট মহিলা কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর কাব্যকৃতির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯২৯ সালে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দিয়েছিল। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' সহ-সভাপতিও হয়েছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ : 'দীপ ও ধূপ', 'নির্মাল্য', 'অশোক সংগীত', 'পৌরাণিকী', 'মাল্য ও নির্মাল্য' প্রভৃতি।

কবিতার মূলভাব : আত্মসুখে মগ্ন থাকার জন্য কেউ পৃথিবীতে আসে না। জীবনের সার্থকতা হল পরোপকারের দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধন। সামাজিকতার মূল কথাই হল—'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' নিজের ব্যক্তিগত সুখ কখনই প্রকৃত সুখ নয়। ভারতীয় দর্শনও স্বীকার করেছে গ্রহণে নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখের সন্ধান মেলে। আলোচ্যমান কবিতাতে কবিও এই সত্যটি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

শব্দার্থ : পরের কারণে—অপরের জন্য। স্বার্থ দিয়া—নিজেকে উৎসর্গ করে। আপনার কথা ভুলিয়া যাও—নিজের সুখের কথা বা ব্যক্তিস্বার্থের কথা ভুলে যেতে হবে। মরণেও সুখ—অন্যের জন্য জীবন বিসর্জন দিলে মৃত্যুর পরও সুখে থাকা যায়। হৃদয়ভার—মনের বোঝা। পরহিত—পরের মঙ্গল। নয়ন-ধার—চোখের জল। বিব্রত—ব্যস্ত। অবনী—ধরণি, পৃথিবী। পরের তরে—পরের জন্য।

অনুশীলনী

১. **সঠিক উত্তরটি বেছে নাও :**

১.১ 'সুখ' কবিতাটির কবি হলেন—(ক) প্রিয়ংবদা দেবী (খ) মানকুমারী বসু (গ) কামিনী রায় (ঘ) রাধারানি দেবী

১.২ কবি স্বার্থ ত্যাগ করতে বলেছেন—

(ক) নিজের জন্য (খ) পরের জন্য (গ) আত্মীয় স্বজনের জন্য (ঘ) দেশের জন্য

১.৩ 'আপনার কথা ভুলিয়া যাও'—বলতে কবি বুঝিয়েছেন—

(ক) নিজেকে ভুলে থাকা (খ) নিজের কাজকর্ম বন্ধ রাখা

(গ) নিজের স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করা (ঘ) নিজের বাড়িঘর ভুলে থাকা

১.৪ 'মরণেও সুখ'—মরণেও সুখ যদি—

(ক) পরের জন্য আত্মবিসর্জন দেওয়া যায় (খ) সত্য কথা বলা যায়

(গ) নিজে সুখে থাকা যায় (ঘ) নিজে ধনী হওয়া যায়

১.৫ আমরা প্রত্যেকে—(ক) নিজের তরে (খ) দেশের তরে (গ) দশের তরে (ঘ) পরের তরে

শূন্যস্থান পূরণ করো :

আপনারে লয়ে _____ রহিতে

আসে নাই কেহ _____ 'পরে;

সকলের তরে _____ আমরা

_____ আমরা পরের তরে।

৩. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(ক) কামিনী রায়ের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।
(খ) 'সুখ' বলতে আমরা কী বুঝি?
(গ) কার জন্য কবি জীবন মন সকলি দিতে বলেছেন?
(ঘ) কবি কার কথা ভুলে যেতে বলেছেন?
(ঙ) নিজের বিষাদ-ভারকে কবি কীভাবে চেপে রাখতে বলেছেন?
(চ) মানুষ সাধারণত কাকে নিয়ে বিব্রত থাকে?

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) 'তার মতো সুখ কোথাও কি আছে'—এখানে কবি কার মতো সুখের কথা বলেছেন? তেমন সুখ কোথাও নেই বলে তিনি মনে করেছেন কেন?
(খ) 'আপনার কথা ভুলিয়া যাও'—কবি আপনার কথা ভুলে যেতে বলেছেন কেন?
(গ) কী কারণে হৃদয়ের ভার বাড়বে?
(ঘ) মরণেও কীভাবে সুখ পাওয়া যায়?

৫. দক্ষতামূলক রচনাধর্মী প্রশ্ন :

(ক) 'সুখ' কবিতার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে নিজের ভাষায় লেখো।
(খ) কবিতার নাম 'সুখ' কতদূর সার্থক হয়েছে নিজের ভাষায় লেখো।
(গ) প্রকৃত সুখ পেতে হলে কী করতে হবে বলে কবি উপদেশ দিয়েছেন তা লেখো।
(ঘ) 'সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'—কবি ও কবিতার নামসহ ব্যাখ্যা লেখো।
(ঙ) পৃথিবীতে মানুষের জন্মগ্রহণের সার্থকতা কোথায়? কবিকে অনুসরণ করে নিজের ভাষায় লেখো।
(চ) 'পরের কারণে মরণেও সুখ।'—কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৬. অর্থ লেখো : স্বার্থ, হৃদয়-ভার, অবনী, নয়ন-ধার।

৭. গদ্যরূপ লেখো : তরে, কেহ, 'পরে।

৮. বিপরীত শব্দ লেখো : স্বার্থ, মরণ, সুখ, বিষাদ, পরহিত।

৯. পদান্তর করো : মন, সুখ, হৃদয়, বিষাদ, সকল।

১০. দুটি করে প্রতিশব্দ লেখো : অবনী, নয়ন।

১১. দুটি ভিন্নার্থক বাক্যে ব্যবহার করো : ভার, ধার, মন।

১২. 'যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে'—পঙ্‌ক্তিটির ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করো ।

১৩. অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়া আলাদা করে লেখো :

(ক) আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে/আসে নাই কেহ অবনী 'পরে।
(খ) পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি।
(গ) সকলের মুখ হাসিভরা দেখে/পার না মুছিতে নয়ন-ধার?